আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব
"কথাবার্তার আদব" এর একটি অংশের নামকরণ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩২
WEEKLY BOOKLET: 432

ঠাট্টা করে মিথ্যা বলা কেমন?

জিহ্বাকে সংযত রাখলে, আমলও সংযত হয়ে যায়	০২
ভালো কথা বলা আল্লাহ পাকের তাওফিক	০৫
৭০ বছরের আমল বরবাদ	১০
আত্ম-অহংকারের আটটি কারণ ও চিকিৎসা	১৩

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ঠাট্টা করে মিথ্যা বলা কেমন?[১]

আত্তারের দোয়া: হে আমার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি **"ঠাট্টা করে মিথ্যা বলা কেমন?"** শীর্ষক পুস্তিকাটি পড়বে বা শুনবে, তাকে সর্বদা সত্য কথা বলার তাওফিক দান করুন এবং তাকে তার পিতামাতাসহ বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করান। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه একদিন বাগদাদের প্রখ্যাত আলেম হযরত আবু বকর ইবনে মুজাহিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه-এর কাছে এলেন। তিনি (আবু বকর ইবনে মুজাহিদ) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর কপালে চুমু দিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের পাশে বসালেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করলেন: হে সায়্যিদি! আপনি এবং বাগদাদের লোকেরা তো এতদিন তাকে পাগল বলতেন, কিন্তু আজ তার প্রতি এত সম্মান কেন? তিনি (আবু বকর ইবনে মুজাহিদ) জবাব দিলেন: আমি এমনি এমনি এমনটা করিনি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ রাতে আমি স্বপ্নে একটি ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য দেখেছি যে, হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে হাজির হলেন, তখন

১. এই প্রবন্ধটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "কথাবার্তার আদব" নামক কিতাবের ২৭ থেকে ৩৭ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর কপালে চুমু দিয়ে নিজের পাশে বসালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবু বকর শিবলীর প্রতি এত বেশি অনুগ্রহের কারণ কী? আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে খবর দিয়ে) বললেন যে, তিনি প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াতটি পড়েন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১২৮)

এবং এরপর আমার উপর দরূদ পড়েন। (আল কাওলুল বাদী, পৃ: ৩৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখে, তার আমলও সংযত হয়ে যায়

হযরত ইউনুস ইবনে উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেছেন: “যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযতভাবে ব্যবহার করে, আমি তাকে নেক আমল করতে দেখি।” (আস-সামতু মা'আ মাওসুআতু লিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনইয়া, ৭/৬৩, উক্তি নং: ৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি জিহ্বাকে না ভেবে-চিন্তে কাঁচির মতো চালায়, তার থেকে মিথ্যা, গীবত সবকিছুই প্রকাশ পেতে থাকে। বেশি কথা বলা ব্যক্তির পক্ষে হাসি-ঠাট্টা থেকে বাঁচা কঠিন হয় এবং হাসি-ঠাট্টায়ও মিথ্যার মিশ্রণ (অর্থাৎ ভেজাল) থাকে। মনে রাখবেন! ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলা জায়িয নেই।

ঠাট্টা করে মিথ্যা বলার কারণে রাসূল ﷺ এর অসন্তুষ্টি

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: ধ্বংস তার জন্য যে কথা বলে এবং মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। (তিরমিযী, ৪/১৪২, হাদিস: ২৩২২)

জাহান্নামের গভীরে পতিত হয়

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "বান্দা কথা বলে এবং কেবল এ জন্যই কথা বলে যে, মানুষকে হাসাবে! এর কারণে সে জাহান্নামের এত গভীরে পতিত হয় যা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশি এবং জিহ্বার কারণে যত পদস্খলন হয় তা পায়ের পদস্খলনের চেয়েও অনেক বেশি।" (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২১৩, হাদিস: ৪৮৩২)

হযরত আল্লামা আব্দুর রঊফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেছেন: ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেছেন যে, এখানে হাসানোর কথা বলতে এমন কথা বোঝানো হয়েছে যেখানে গীবত, মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া (বা কোনো গুনাহ) এর দিক পাওয়া যায়, অন্যথায় নিছক ঠাট্টার কথায় এই কঠোর হুঁশিয়ারি নেই। (ফয়জুল কদীর, ২/৪২৫, হাদিস: ১৯৮৪ এর অধীনে)

কৌতুক অভিনেতারা মনোযোগ দিন!

"মিরআত" ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই মহান বাণী থেকে বর্তমানের ভাঁড়েরা (অর্থাৎ কৌতুক অভিনেতারা) শিক্ষা গ্রহণ করুক, যারা মানুষকে হাসিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, যাদের উপার্জন মানুষের হাসানো। হাদিসের এই অংশের অধীনে: "জিহ্বার কারণে যত পদস্খলন....." রয়েছে: "পায়ের পদস্খলনের চেয়ে জিহ্বার পদস্খলন (অর্থাৎ পিছলে যাওয়া) বেশি

বিপজ্জনক, কারণ পায়ের পদস্খলনে শরীর আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু জিহ্বার পদস্খলনে হৃদয়, প্রাণ, ঈমান আহত হয়। জিহ্বার পদস্খলন থেকেই হত্যা ও রক্তপাত হয়, জিহ্বার পদস্খলনের কারণেই মানুষ ধর্মচ্যুত হয়ে যায়, ইবলিস (অর্থাৎ শয়তান) তার জিহ্বার পদস্খলনের শাস্তি এখনও ভোগ করছে।”

কমেডি শোয়ের মাসআলা

কমেডিয়ানদের ঠাট্টা-তামাশার শো (SHOW) সামগ্রিকভাবে নাজায়িয, কারণ এতে অন্যদের উপহাস করা বা দর্শকদের উপহাস করার শিক্ষা দেওয়া এবং অনেকের মনকে আঘাত করা হয়। একইভাবে অশ্লীলতা (অর্থাৎ বেহায়াপনার কাজ) এর ব্যবহারও ইশারা-ইঙ্গিতে বিদ্যমান থাকে, নির্দিষ্ট (FIX) ব্যক্তিদের গীবত বা তাদের বাধ্যবাধকতা নিয়ে ঠাট্টা করাও সাধারণ ব্যাপার, যারা উপস্থিত থাকে তাদের এবং যারা অনুপস্থিত থাকে তাদের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে ঠাট্টা করাও পাওয়া যায় এবং গীবতের পাশাপাশি অপবাদের রূপও ঘটতে থাকে। অনেক সময় কুফরও সংঘটিত হচ্ছে। মোটকথা, এই সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন, তাই এমন প্রোগ্রামের উপর নাজায়িযের হুকুম হবে। এমন শো করা, করানো, দেখা, দেখানো, এর মজুরি নেওয়া-দেওয়া, এর ভিডিও, অডিও শোনা-শোনানো, মানুষ দেখবে-শুনবে এর জন্য ভাইরাল করা ইত্যাদি হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আখেরাতের কাজে দ্রুততা করা উচিত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক কাজে ধীরস্থিরতা ভালো, আখেরাতের কাজ ছাড়া।

(আবু দাউদ, ৪/৩৩৫, হাদিস: ৪৮১০)

হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ দুনিয়ার কাজে দেরী করা ভালো, কারণ হয়তো সে কাজ খারাপ হতে পারে এবং দেরী করলে তার খারাপ দিকটি জানা যাবে এবং আমরা তা থেকে বিরত থাকতে পারবো। কিন্তু আখেরাতের কাজ তো ভালোই ভালো, তাই সুযোগ (CHANCE) পেলেই তা করে ফেলো, কারণ দেরী করলে হয়তো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, কিছু লোক (যখন হজ্বের) সুযোগ পেয়েছিল (তখন) করেনি, পরে আর করতে পারেনি। আল্লাহ পাক বলেন:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৮)

অনুবাদ: এবং ভালো কাজে দ্রুততা করো।

শয়তান নেক কাজে দেরী করিয়ে অবশেষে তা থেকে বিরত রাখে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৬২৭ সংক্ষিপ্ত)

ভালো কথা বলা আল্লাহ পাকের তাওফিক এবং...

হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহম্মাদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "জিহ্বার কথা বলা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (অর্থাৎ PARTS) উপর প্রভাব ফেলে। ভালো কথা বললে আল্লাহ পাকের তাওফিক এবং মন্দ কথা বললে লাঞ্ছনা ও অপমান।"

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬৫ , মিনহাজুল আবেদীন (উর্দু), পৃ: ১৪২)

শব্দগুলোর হেফাজত করো!

কেউ বলেছেন: "ভাবনার হেফাজত করো - এগুলো শব্দে পরিণত হয়, শব্দগুলোর হেফাজত করো - এগুলো কাজে পরিণত হয়, কাজের হেফাজত করো - এগুলো চরিত্রে পরিণত হয়, চরিত্রের হেফাজত করো - এগুলো পরিচয়ে পরিণত হয়।"

অন্যদেরও জিহ্বা আছে

নিজের জিহ্বাকে অন্যের দোষ-ত্রুটি দিয়ে কলুষিত করো না, কারণ দোষ তোমারও আছে এবং জিহ্বা অন্য লোকদেরও আছে।

সেই কথায় কোনো কল্যাণ নেই

মুসলমানদের প্রথম খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বলেছেন: "সেই কথায় কোনো কল্যাণ নেই যার উদ্দেশ্য আল্লাহ পাককে খুশি করা নয়।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৭১, উক্তি নং: ৮২)

সুন্দর ভঙ্গিতে ডেকে সাওয়াব অর্জন করুন

ঠোঁট দিয়ে "শিশ শি" আওয়াজ করে কাউকে ডাকা বা মনোযোগ আকর্ষণ করা ভালো ভঙ্গি নয়। জানা থাকলে নাম বা কুন্নিয়াত (উপনাম) দিয়ে ডাকা উত্তম, কারণ এটি সুন্নাত। যদি নাম জানা না থাকে, তবে সে স্থানের প্রচলন অনুযায়ী মার্জিত ভঙ্গি ও শব্দে ডাকা উচিত। যখনই কোনো মুসলমানকে ডাকা হবে, তখন তার মন খুশি করার সাওয়াব অর্জনের নিয়ত করে উত্তম থেকে উত্তম ভঙ্গি অবলম্বন করা উচিত এবং পুরো নাম বলা উচিত, সেই সাথে সুযোগ অনুযায়ী শেষে "ভাই" বা "সাহেব" ইত্যাদি শব্দ যোগ করা উচিত। হজ্ব করে থাকলে "হাজী" শব্দটিও যোগ করা যায়।

কারো ডাকে সাড়া দিয়ে “লাব্বাইক” বলা

যাকে ডাকা হয়েছে তার জন্য উত্তম হলো “লাব্বাইক” (অর্থাৎ আমি হাজির) বলা। তবে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করা উচিত, এমন যেন না হয় যে আপনার “লাব্বাইক” বলায় সামনে থাকা ব্যক্তি কনফিউজ হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে কারো ডাকে কখনো কখনো জবাবে “লাব্বাইক” বলা হয়, যা শুনতে খুব ভালো লাগে এবং এর মাধ্যমে একজন মুসলমানের মনে আনন্দ সৃষ্টি হতে পারে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতা হযরত আল্লামা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: “যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকত, তখন তিনি তাকে জবাবে 'লাব্বাইক' (অর্থাৎ আমি হাজির) বলতেন।” (সুরুরুল কুলুব, পৃঃ ১৮২) আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ডাকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর “লাব্বাইক” বলে জবাব দেওয়ার কথা হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, এছাড়াও একজন ওলী আল্লাহর কাজ থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন কোটি কোটি হাম্বলীদের মহান ইমাম হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মাসআলা জানার জন্য যখন কেউ তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করত, তখন তিনি প্রায়শই “লাব্বাইক” বলতেন। (মানাকিব ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল লিল-জাওজী, পৃঃ ২৯৮) মাসনুন দোয়া সমূহের প্রসিদ্ধ কিতাব “حِصْنِ حَصِيْن”-এ আছে: “যখন কোনো ব্যক্তি তোমাকে ডাকে, তখন জবাবে বলো: “লাব্বাইক”। (হিসনে হাসীন,পৃঃ ১০৪)

হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে মুসলমানদেরকে সুন্দর নামে ডেকে তাদের হৃদয়ে আনন্দ দানকারী নেক আমল করার তাওফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ঠাট্টা-মশকরাকারী মানুষের চোখে ছোট হয়ে যায়

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেছেন: "যে ঠাট্টা করে, সে মানুষের চোখে ছোট হয়ে যায়।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৫৮, ইহইয়াউল উলুম (উর্দু), ৩/৩৮৯)

পারস্পরিক ঘৃণার একটি কারণ

হযরত সায়্যিদুনা উমর ইবনে আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেছেন: "তোমরা একে অপরের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করো না, কারণ এভাবে (হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমেই) মনে ঘৃণা জন্মে যায়।" (সীরাত ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ: ১১৪)

ঠাট্টা-মশকরা থেকে শত্রুতা সৃষ্টি হয়

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "বলা হয় যে, প্রত্যেক জিনিসের বীজ আছে এবং শত্রুতার বীজ হলো ঠাট্টা (অর্থাৎ হাসি-ঠাট্টা)। এবং আরও বলা হয়েছে যে, ঠাট্টা (অর্থাৎ হাসি-ঠাট্টা) বুদ্ধি কেড়ে নেয় এবং বন্ধুদের আলাদা করে দেয়।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৫৯, ইহইয়াউল উলুম (উর্দু), ৩/৩৯২)

হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে মানুষকে নিয়ে উপহাস করা এবং মনে কষ্ট দেওয়া ঠাট্টা-তামাশা করা থেকে রক্ষা করুন এবং মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা

পারা ২৭, সূরা আন-নাজম, আয়াত ৩২ এর অংশ:

اَلَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَالۡفَوَاحِشَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ওই সব লোক, যারা মহাপাপসমূহ ও অশ্লীল কার্য-কলাপ থেকে বেঁচে থাকে।

এর ব্যাখ্যায় সীরাতুল জিনান ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৭ এ রয়েছে: গুনাহ হলো সেই কাজ যার কর্তা শাস্তির যোগ্য হয়, অথবা এভাবে বলা যায় যে, নাজায়িয কাজ করাকে গুনাহ বলে। অতএব, গুনাহ দুই প্রকার: (১) সগীরা (ছোট) (২) কবীরা (বড়)। কবীরা গুনাহ হলো যা করার কারণে দুনিয়াতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শাস্তি (হদ) জারী হয়, যেমন হত্যা, ব্যভিচার এবং চুরি ইত্যাদি, অথবা যার উপর আখেরাতে শাস্তির ওয়াদা (ধমক) থাকে, যেমন গীবত, চুগলখোরী, আত্ম-অহংকার এবং লৌকিকতা ইত্যাদি। এবং অশ্লীলতার মধ্যে প্রত্যেক জঘন্য উক্তি, কর্ম (অর্থাৎ খারাপ কথা ও খারাপ কাজ) এবং সমস্ত সগীরা ও কবীরা (অর্থাৎ সকল ছোট-বড়) গুনাহ অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে (অর্থাৎ এই আয়াতের অংশে) ফাওয়াহিশ (অর্থাৎ অশ্লীলতা) দ্বারা সেই কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহগুলো উদ্দেশ্য, যাদের কুৎসিততা (অর্থাৎ খারাপি) এবং অনিষ্টতা অনেক বেশি, যেমন ব্যভিচার করা, হত্যা করা এবং চুরি করা ইত্যাদি।

(তাফসীরে খাযিন, ৪/১৯৬-১৯৭, তাফসীরে মাদারিক,পৃ: ১১৮১, তাফসীরে আবু সউদ, ৫/৬৪৮ নির্বাচিত)

আত্ম-অহংকারের সংজ্ঞা

হে আশেকানে রাসূল! বর্ণিত তাফসীরে গুনাহের আলোচনার মধ্যে আত্ম-অহংকারেরও উল্লেখ করা হয়েছে। আত্ম-অহংকারকে আরবিতে “উজব” বলে। মাকতাবাতুল মদীনার ৩৫২ পৃষ্ঠার কিতাব “বাতিনি

বিমারিও কি মা'লুমাআত" পৃষ্ঠা ৩৬ থেকে ৩৭ এ উজব অর্থাৎ আত্ম-অহংকারের সংজ্ঞা এভাবে লেখা আছেঃ নিজের কামালিয়াতকে (যেমন জ্ঞান বা আমল বা সম্পদ) নিজের দিকে সম্বন্ধ করা এবং এই ভয় না থাকা যে এটি ছিনিয়ে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আত্ম-অহংকারী ব্যক্তি নেয়ামতকে প্রকৃত দাতার (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের) দিকে সম্বন্ধ করতে ভুলেই যায়। (অর্থাৎ প্রাপ্ত নেয়ামত যেমন সুস্থতা বা সৌন্দর্য বা সম্পদ বা মেধা বা সুমধুর কণ্ঠস্বর বা পদমর্যাদা ইত্যাদি নিজের কৃতিত্ব মনে করা এবং এটা ভুলে যাওয়া যে সব আল্লাহ পাকেরই দান এবং আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা তখন দেওয়া কামালিয়াত বা দান করা গুণ ফিরিয়েও নিতে পারেন)।

(বাতিনি বিমারিও কি মা'লুমাআত, পৃঃ ৩৬-৩৭, ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৫৪ সংক্ষিপ্ত)

৭০ বছরের আমল বরবাদ

আত্ম-অহংকার নেক আমলের জন্য মারাত্মক ধ্বংসাত্মক। যেমন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "উজব (অর্থাৎ আত্ম-অহংকার) ৭০ বছরের আমল বরবাদ করে দেয়।"

(জামে সগীর, পৃঃ ১২৭ , হাদিসঃ ২০৭৪)

গুনাহের চেয়েও বড় অপরাধ

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আত্ম-অহংকারের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেনঃ "যদি তোমাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত নাও হয়, তবুও আমি তোমাদের উপর গুনাহের চাইতেও বড় একটি অপরাধের ভয় করি, আর তা হলো উজব (অর্থাৎ আত্ম-অহংকার)।" (শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪৫৩, হাদিসঃ ৭২৫৫) এই মুবারক বাণীতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উজবকে একটি অত্যন্ত বড় গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (ইহয়াউল উলুম, ৩/৪৫৩)

এবং প্রত্যেক মুসলমানের উপর যে কোনো প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ফরয। যেমন আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের পারা ৮, সূরা আন'আম, আয়াত ১২০ এ ইরশাদ করেন:

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ।

আত্ম-অহংকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান, আমল এবং অর্থের মাধ্যমে নিজের (অর্থাৎ আত্মায়) পূর্ণতা (অর্থাৎ গুণ) জানে তার দুটি অবস্থা আছে: (১) এর মধ্যে একটি হলো যে, সে সেই পূর্ণতা হারানোর ভয় করে এবং এই আশঙ্কা করে যে, এই গুণটি পরিবর্তন হয়ে যাবে বা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাহলে এমন ব্যক্তি আত্ম-অহংকারী নয়। (২) দ্বিতীয় অবস্থা হলো, সে এর বিলুপ্তির (অর্থাৎ কমে যাওয়া বা শেষ হওয়ার) ভয় করে না বরং সে এই বিষয়ে সন্তুষ্ট ও খুশি থাকে যে, আল্লাহ পাক আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন, এতে আমার নিজের কোনো কামালিয়াত নেই। এটিও আত্ম-অহংকার নয়। এবং এর একটি তৃতীয় অবস্থাও আছে যা আত্ম-অহংকার এবং তা হলো, সে এই পূর্ণতা হারানোর (অর্থাৎ এই গুণ কমে যাওয়া বা শেষ হওয়ার) ভয় করে না বরং সে এতে সন্তুষ্ট ও খুশি থাকে এবং তার খুশির কারণ এই হয় যে, এটি একটি পূর্ণ নেয়ামত এবং কল্যাণ ও উচ্চ মর্যাদা, সে এই জন্য খুশি হয় না যে, এটি আল্লাহ পাকের দান ও নেয়ামত বরং এই (অর্থাৎ আত্ম-অহংকারী বান্দা) এর খুশির কারণ এই হয় যে, সে এটিকে নিজের গুণ (অর্থাৎ গুণ) এবং নিজেরই কামালিয়াত মনে করে, সে এটিকে আল্লাহ পাকের দান ও নেয়ামত মনে করে না। (ইহয়াউল উলুম, ৩/৪৫৪)

আত্ম-অহংকারের একটি পরীক্ষিত চিকিৎসা

ইমাম গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তাদের যুহদ (ত্যাগ) ও তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) পরও এই কামনা করতেন যে, হায়! যদি তারা মাটি, তুষ বা পাখি হতেন। তাহলে একজন দূরদর্শী (অর্থাৎ বুদ্ধিমান) ব্যক্তি কিভাবে তার আমল নিয়ে আত্ম-অহংকার করতে পারে বা গর্ব করতে পারে এবং কিভাবে সে নিজের সম্পর্কে নির্ভীক হতে পারে? এটি আত্ম-অহংকারের চিকিৎসা, যা আত্ম-অহংকারের মূলকে সম্পূর্ণভাবে কেটে ফেলে। যখন আত্ম-অহংকারে আক্রান্ত ব্যক্তি এই চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী আত্ম-অহংকারের চিকিৎসা করে, যখন তার হৃদয়ে আত্ম-অহংকার প্রবল হয়, তখন নেয়ামত হারানোর ভয় তাকে গর্ব করা (অর্থাৎ অহংকার করা) থেকে রক্ষা করে। বরং যখন সে কাফের ও ফাসিকদের দেখে যে, কোনো গুনাহ ছাড়াই তারা ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন সে ভয় পেয়ে এই চিন্তা করে যে, যে সত্তার এই বিষয়ে কোনো পরোয়া নেই যে, তিনি কোনো অপরাধ ছাড়াই কাউকে বঞ্চিত করবেন বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই কাউকে দান করবেন, তিনি প্রদত্ত নেয়ামত ফিরিয়েও নিতে পারেন। কত ঈমানদার মুরতাদ হয়ে এবং আনুগত্যকারী (অর্থাৎ নেক মুসলমান) ফাসিক হয়ে খারাপ পরিণতির শিকার হয়েছে। যখন মানুষ এভাবে চিন্তা করবে, তখন তার মধ্যে আত্ম-অহংকার বাকি থাকবে না।

(ইহয়াউল উলুম, ৩/৪৫৮, ইহয়াউল উলুম (উর্দু), ৩/১১০৬)

حُبِّ جاہ و خود پسندی کی مِٹا دے عادتیں

یاالٰہی! باغِ جنّت کی عطا کر راحتیں

হুব্বে জাহ ও খুদ পসন্দী কী মিটা দে আদাতেঁ,
ইয়া ইলাহী! বাগে জান্নাত কী আতা কর রাহাতে।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আত্ম-অহংকারের আটটি কারণ ও চিকিৎসা

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ "ইহয়াউল উলুম"-এ উজব অর্থাৎ আত্ম-অহংকারের এই ৮টি কারণ এবং সেগুলোর চিকিৎসা বর্ণনা করেছেন:

(১) প্রথম কারণ: "নিজের শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে আত্ম-অহংকারে ভোগা।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা তার আভ্যন্তরীণ নোংরামীগুলোর প্রতি মনোযোগ দিবে এবং তার শুরু ও শেষ (অর্থাৎ শুরুতে সে ছিল এক ফোঁটা নোংরা পানি এবং শেষে হবে পচা মৃতদেহ) সম্পর্কে চিন্তা করবে।

(২) দ্বিতীয় কারণ: "নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর গর্ব করা।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা এই বিষয়ে চিন্তা করবে যে, আল্লাহ পাক সামান্য একটি পরীক্ষা (যেমন অসুস্থতা, দূর্ঘটনা ইত্যাদি) দিয়েও এই শক্তি ফিরিয়ে নিতে পারেন।

(৩) তৃতীয় কারণ: "বুদ্ধি ও মেধার কারণে আত্ম-অহংকারে ভোগা।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা এই বিষয়ে চিন্তা করবে, যে কোনো রোগ বা দূর্ঘটনার কারণে এই নেয়ামত কেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

(৪) চতুর্থ কারণ: "উচ্চ বংশের (অর্থাৎ উচ্চ পরিবার) হওয়ার কারণে গর্ব করা।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা এই বিষয়ে চিন্তা করবে যে, নিজের পূর্বপুরুষদের (অর্থাৎ বাপ-দাদাদের) মতো নেক আমল না করা সত্ত্বেও কিভাবে তাদের স্তরে পৌঁছাতে পারে?

(৫) পঞ্চম কারণ: "যালিমের সমর্থন করে গর্ব করা এবং দ্বীনদার ও জ্ঞানীদের প্রতি নিজের সম্বন্ধকে গুরুত্ব না দেওয়া।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা এই যালিম লোকদের আখিরাতের পরিণতির দিকে নজর রাখবে এবং চিন্তা করবে যে, যালিম লোকেরা তো আল্লাহ পাকের ক্রোধের যোগ্য।

(৬) ষষ্ঠ কারণ: "নিজের চাকর-বাকর ইত্যাদির উপর গর্ব করা।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা নিজের দূর্বলতার প্রতি মনোযোগ দিবে এবং এটা মনে রাখবে যে, সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাকের দূর্বল বান্দা।

(৭) সপ্তম কারণ: "মাল-দৌলতের উপর গর্ব করা।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা মাল-দৌলতের বিপদাপদ, এর অধিকার এবং এর থেকে সৃষ্ট ফেতনাগুলোকে সামনে রাখবে।

(৮) অষ্টম কারণ: "নিজের ভুল মতামতের উপর গর্ব করা।" এর চিকিৎসা হলো, বান্দা নিজের মতামতের সঠিকতার উপর কখনোই ভরসা করবে না (অর্থাৎ চিন্তা করবে যে, হয়তো আমার মতামত ভুল হতে পারে)। **(বাতিনি বিমারিও কি মালুমাআত,পৃ: ৩৮-৪৩ , ইহয়াউল উলুম, ৩/১১০৭-১১১৯ সংক্ষিপ্ত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পথভ্রষ্ট যুবক ভালো হতে শুরু করল

হে আশেকানে রাসূল! আত্ম-অহংকার এবং অন্যান্য খারাপি সম্পর্কে জানতে, গুনাহের অভ্যাস দূর করতে এবং নেক আমলের উদ্দীপনা বাড়াতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সর্বদা যুক্ত থাকুন। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে পথভ্রষ্ট মানুষের সংশোধন হয়, এর একটি "মাদানী বাহার" আপনাদের শোনাচ্ছি: লাহোর, পাঞ্জাবের একজন যুবক

খেলার খুব ভক্ত ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলা আর খেলা এবং শুধু খেলাই ছিল তার কাজ। তার আব্বু, যিনি একটি মসজিদের ইমামও ছিলেন, তিনি তাকে অনেক বোঝাতেন কিন্তু সে বিরত থাকত না। খেলার নেশা এতটাই বাড়ল যে, সে (مَعَاذَ الله) জুয়া খেলাও শুরু করল। খেলার মাঠ ছাড়াও বন্ধুদের সাথে গভীর রাত পর্যন্ত গলি ও বাজারে ঘোরাঘুরি করা, ইন্টারনেট ক্যাফেতে যাওয়া তার প্রিয় শখ ছিল। সত্য কথা বলারও অভ্যাস ছিল না, যার কারণে যখন রাতে দেরীতে বাড়ি ফিরত, তখন দেরীর কারণও মিথ্যা বলত। তার জীবনে পরিবর্তন এভাবে এল যে, তার আব্বু দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত একজন ইসলামী ভাইকে তার অবস্থা জানালেন এবং তার সংশোধনের জন্য অনুরোধ করলেন। সেই ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদি কৌশিশ তথা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সে দুই-তিন বার সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় অংশগ্রহণের পর তিন দিনের সুন্নাত শেখানো-শেখানোর কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল। আশেকানে রাসূলের সাহচর্যে সে এমন সুন্নাত ইত্যাদি শিখতে পারল যা সে আগে জানত না। যখন সে কাফেলা থেকে ফিরল, তখন তার সংকল্প ছিল যে, এখন সমাজে একজন সৎ ও ভালো মানুষ হয়ে জীবনযাপন করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে গেল।

رب کے در پر جھکیں، التجائیں کریں   بابِ رحمت کھلیں، قافلے میں چلو

রব কে দর পর ঝুকেঁ, ইলতিজায়েঁ করে,
বাবে রহমত খুলেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ,পৃঃ ৬৭১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত..........১
যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখে, তার আমলও সংযত হয়ে যায় ২
ঠাট্টা করে মিথ্যা বলার কারণে রাসূল ﷺ এর অসন্তুষ্টি ৩
জাহান্নামের গভীরে পতিত হয়.......... ৩
কৌতুক অভিনেতারা মনোযোগ দিন! ৩
কমেডি শোয়ের মাসআলা ৪
আখেরাতের কাজে দ্রুততা করা উচিত.......... ৫
ভালো কথা বলা আল্লাহ পাকের তাওফিক এবং... .... ৫
শব্দগুলোর হেফাজত করো! ৬
অন্যদেরও জিহ্বা আছে.......... ৬
সেই কথায় কোনো কল্যাণ নেই ৬
সুন্দর ভঙ্গিতে ডেকে সাওয়াব অর্জন করুন ৬
কারো ডাকে সাড়া দিয়ে “লাব্বাইক” বলা ৭
ঠাট্টা-মশকরাকারী মানুষের চোখে ছোট হয়ে যায়.......... ৮
পারস্পরিক ঘৃণার একটি কারণ ৮
ঠাট্টা-মশকরা থেকে শত্রুতা সৃষ্টি হয়.......... ৮
কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা ৯
আত্ম-অহংকারের সংজ্ঞা.......... ৯
৭০ বছরের আমল বরবাদ ১০
গুনাহের চেয়েও বড় অপরাধ ১০
আত্ম-অহংকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ১১
আত্ম-অহংকারের একটি পরীক্ষিত চিকিৎসা..........১২
আত্ম-অহংকারের আটটি কারণ ও চিকিৎসা..........১৩
পথভ্রষ্ট যুবক ভালো হতে শুরু করল..........১৪

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

الحمدلله আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مدظلہ العالی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ماشاءالله عزوجل! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অতিগুতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net